MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

The Philosophy and Thought of Lalan Fakir in the Light of 19th-Century Bengal's Social, Religious, Cultural, and Economic Environment
ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের আলোকে লালন ফকিরের দর্শন ও চিন্তা

Juli Barai
Researcher, Department of Education
Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India.
Email: julimohulsubrata@gmail.com

Samirranjan Adhikari
Professor, Department of Education
Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India.

Litan Mallick
Assistant Professor, Department of Education
Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India.
Page No: 175-184

Abstract: *This study examines the philosophy of Lalan Fakir within the socio-historical context of nineteenth-century Bengal and explores its implications for contemporary society and education. The study particularly focuses on the social inequalities, caste hierarchy, religious divisions, cultural transformations, and colonial economic changes that shaped nineteenth-century Bengal. Employing a qualitative, historical-interpretive, and philosophical-hermeneutic approach, the study analyses selected Lalan songs and relevant scholarly literature through thematic textual analysis and source triangulation. The findings indicate that Lalan's philosophy was deeply connected with the lived realities of his time. His emphasis on humanity, caste critique, religious inclusiveness, love, self-realisation, and experiential knowledge constituted a vernacular and humanistic response to prevailing social and religious divisions. The study further demonstrates that Baul culture functioned as an alternative vernacular knowledge tradition in which oral transmission, guru–disciple learning, embodied experience, self-inquiry, and moral reflection played significant roles. Lalan's songs therefore transcended their spiritual and musical dimensions to become expressions of social criticism and human-centred ethical thought. In contemporary education, his philosophy offers significant possibilities for promoting human dignity, social inclusion, religious harmony, critical thinking, value education, and cultural pluralism. The study concludes that Lalan may be understood not merely as a mystic poet but as an important representative of Bengal's vernacular intellectual tradition and a significant resource for developing humane and inclusive educational perspectives.*
Keywords: *Lalan Fakir; Baul Philosophy; Humanism; Caste Critique; Inclusive Education.*

১. ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে গভীর সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যুগ। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এবং দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫) পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব বাংলার প্রশাসন, ভূমি-রাজস্ব, কৃষি, বাণিজ্য ও সামাজিক জীবনে ক্রমশ বিস্তৃত হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারি কাঠামোকে নতুন ভিত্তি প্রদান করে এবং কৃষক-জমিদার সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত করে (Eaton, 1993; Sartori, 2020)।

একই সময়ে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা, মুদ্রণসংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় পুনর্বিবেচনার প্রবাহ সৃষ্টি হয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের উদ্যোগে সমাজসংস্কার ও আধুনিকতার নতুন চেতনা বিকশিত হয়। এই পরিবর্তনকে বাংলার নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Kopf, 1969)।

কিন্তু বাংলার বৌদ্ধিক জাগরণ কেবল শহর ও শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রামীণ বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাউলগান, আখড়া এবং মৌখিক জ্ঞানপরম্পরার মধ্যেও একটি শক্তিশালী বিকল্প চিন্তার ধারা বিকশিত হয়। লালন ফকির সেই লোকায়ত বৌদ্ধিক ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানুষ, প্রেম, দেহ, গুরু, আত্মসন্ধান এবং জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবিক পরিচয় (Openshaw, 2002; Salomon, 1995)।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

এই প্রবন্ধে তাই লালনের দর্শনকে কেবল মরমি সাধনা হিসেবে নয়, বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক বাস্তবতার একটি মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য হলো—

O_1: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করা।

O_2: উক্ত পরিবেশের সঙ্গে লালনের দর্শন ও চিন্তার সম্পর্ক নির্ণয় করা।

O_3: লালনের মানবতাবাদ, জাতিভেদ-বিরোধিতা ও অসাম্প্রদায়িকতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।

O_4: বাউল লোকসংস্কৃতিকে একটি বিকল্প জ্ঞান ও শিক্ষাচর্চা হিসেবে মূল্যায়ন করা।

O_5: সমকালীন সমাজ ও শিক্ষায় লালন-দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করা।

৩. গবেষণা-পদ্ধতি

গবেষণাটি গুণগত, ঐতিহাসিক-ব্যাখ্যামূলক ও দার্শনিক-হের্মেনিউটিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচিত লালনগীতি ও তাঁর দর্শনসম্পর্কিত বাউল ঐতিহ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে লালন, বাউল সম্প্রদায়, ঔপনিবেশিক বাংলা, ধর্মীয় ইতিহাস ও বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে গবেষকদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে thematic textual analysis প্রয়োগ করা হয়েছে। লালনের গানের মধ্যে মানবতাবাদ, জাতিভেদ-বিরোধিতা, অসাম্প্রদায়িকতা, দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেম ও আত্মসন্ধান—এই প্রধান বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের source triangulation করা হয়েছে।

৪. গবেষণার ফলাফল: উদ্দেশ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

গবেষণার উদ্দেশ্যগুলির আলোকে প্রাপ্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে ফলাফলগুলি নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হলো। লালন ফকিরের দর্শনকে তাঁর সময়ের সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন না দেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরিবর্তনশীল সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১ O_1: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ

গবেষণায় দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ছিল গভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের একটি যুগ। একদিকে জাতিভেদ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, ধর্মীয় বিভাজন এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বৈষম্য বিদ্যমান ছিল; অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষা, মুদ্রণসংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কার এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান একটি নতুন বৌদ্ধিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল (Kopf, 1969; Sartori, 2020)।

এই সামাজিক বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিফলন পাওয়া যায় লালনের গানে। তিনি সমাজে প্রচলিত জাতিগত পরিচয়ের দৃশ্যমান চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেন—

“সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কী রূপ
দেখলাম না এই নজরে॥
কেউ মালায় কেউ তসবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়।
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়,
জাতের চিহ্ন রয় কার রে॥”

— লালন ফকির, *সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে* (E Bangla Library)

এই পদটি নির্দেশ করে যে জাতি কেবল ধর্মীয় বা সামাজিক পরিচয় ছিল না; তা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। লালনের প্রশ্ন তাই তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার একটি শক্তিশালী লোকায়ত দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। জমিদার শ্রেণির অবস্থান শক্তিশালী হলেও কৃষকসমাজ নানা ধরনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শোষণের মুখোমুখি হয়;

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

ফলে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিভিন্ন রূপ দৃশ্যমান ছিল (Eaton, 1993; Sartori, 2020)। লালনের গান কোনো সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রদান না করলেও সম্পদ, মর্যাদা ও বাহ্যিক সামাজিক পরিচয়ের পরিবর্তে মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি পদে সেই মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ স্পষ্ট—

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে, তুই মূল হারাবি।"

অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদা বা বাহ্যিক পরিচয়ের পরিবর্তে মানুষই হয়ে ওঠে মূল্যায়নের প্রধান ভিত্তি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাংলায় হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব, সুফি, সহজিয়া ও লোকধর্মীয় ধারার দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া একটি বহুত্ববাদী পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় ইসলামের বিস্তারও কেবল রাজনৈতিক বিজয়ের ফল ছিল না; কৃষি সম্প্রসারণ, স্থানীয় সমাজ এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আন্তঃসম্পর্কের সঙ্গেও তা যুক্ত ছিল (Eaton, 1993)।

এই ধর্মীয় বহুত্ব ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার একটি অসাধারণ প্রতিফলন লালনের পদে পাওয়া যায়—

"সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমি আমার না জানি সন্ধানী।
একই ঘাটে আসা যাওয়া,
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া,
কেউ খায় না কারও ছোঁয়া—
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।
যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি—
লালন বলে বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ।"

এখানে 'একই ঘাটে আসা যাওয়া' এবং 'যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি'—এই দুটি চিত্রকল্প একই সামাজিক পরিসরে বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের সহাবস্থান এবং একই সঙ্গে তাদের মধ্যে নির্মিত কৃত্রিম বিভাজনকে প্রকাশ করে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিকতার বিকাশ ঘটলেও গ্রামীণ বাংলায় বাউল, কীর্তন, কবিগান ও অন্যান্য লোকায়ত ধারার নিজস্ব সাংস্কৃতিক শক্তি বজায় ছিল। অতএব, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাকে কেবল নগরকেন্দ্রিক 'নবজাগরণ'-এর ইতিহাস হিসেবে না দেখে অভিজাত ও লোকায়ত—উভয় ধারার সমান্তরাল বিকাশের যুগ হিসেবে বিবেচনা করা অধিক যুক্তিযুক্ত (Kopf, 1969; Openshaw, 2002)।

ফলাফল – ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় বহুত্ব ও দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক রূপান্তর এবং ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এমন একটি ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যার মধ্যে লালনের মতো লোকায়ত মানবতাবাদী চিন্তার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর জাতি-প্রশ্ন, মানুষ-ভজনা এবং ধর্মীয় বিভাজনবিরোধী গান তৎকালীন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে লোকভাষায় প্রকাশ করেছে।

৪.২ O_2: উক্ত পরিবেশের সঙ্গে লালনের দর্শন ও চিন্তার সম্পর্ক নির্ণয়

লালনের দর্শন তাঁর সময়ের সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিমূর্ত আধ্যাত্মিক দর্শন ছিল না। তাঁর চিন্তার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় বিভাজন এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

যে সমাজে মানুষের সামাজিক মর্যাদা জাতি ও সম্প্রদায় দ্বারা নির্ধারিত হতো, সেখানে লালনের 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' প্রশ্নটি সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ করে। তিনি প্রশ্ন করেন—

"লালন বলে জাতের কী রূপ
দেখলাম না এই নজরে।"

এখানে 'জাত' কোনো স্বাভাবিক বা ঈশ্বরপ্রদত্ত অপরিবর্তনীয় সত্য নয়; বরং সামাজিকভাবে নির্মিত পরিচয়—এই ধারণার দিকে লালন ইঙ্গিত করেন। তাঁর প্রশ্ন তাই জাতিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সাংস্কৃতিক সমালোচনা।

একইভাবে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয় যখন সামাজিক বিভাজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল, তখন লালনের দর্শনে ধর্মীয় পরিচয়ের পরিবর্তে 'মানুষ'-কে কেন্দ্রীয় করে তোলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প অবস্থান। তিনি

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

অন্য একটি গানে বলেন—

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি,
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে, তুই মূল হারাবি।"

এই বক্তব্যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা কেবল সামাজিক নৈতিকতা নয়; তা তাঁর সাধনা ও আধ্যাত্মিকতারও কেন্দ্রবিন্দু।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তায় বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফি ও অন্যান্য লোকায়ত সাধনাধারার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। Openshaw (2002) বাউল ঐতিহ্যকে এমন একটি জীবন্ত সাধনাপরম্পরা হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে দেহ, প্রেম, গুরু এবং ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে লালনের দর্শন একদিকে তৎকালীন ধর্মীয় বিভাজনকে অতিক্রম করেছে, অন্যদিকে বাংলার দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক সংশ্লেষকে ধারণ করেছে।

ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ লালনের গানে না থাকলেও সামাজিক উচ্চ-নীচ, বাহ্যিক মর্যাদা ও মানবিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের জন্য একটি বিকল্প নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করেছিল।

ফলাফল — লালনের দর্শনকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার একটি লোকায়ত ও মানবতাবাদী প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর দর্শন ছিল প্রতিবাদী হলেও কেবল প্রত্যাখ্যানমূলক নয়; মানবসমতা, প্রেম ও আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তিনি একটি বিকল্প জীবনদর্শন নির্মাণ করেছিলেন।

৪.৩ O_3: লালনের মানবতাবাদ, জাতিভেদ-বিরোধিতা ও অসাম্প্রদায়িকতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ

লালনের দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো মানুষ। তাঁর কাছে মানুষের প্রকৃত মূল্য জন্ম, জাতি, ধর্ম বা সামাজিক মর্যাদার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মানবতাবাদকে একটি গভীর সামাজিক ও নৈতিক মাত্রা প্রদান করেছে।

৪.৩.১ মানবতাবাদ

লালনের মানবতাবাদ নিছক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ নয়; এটি একটি আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ। মানুষের মধ্যেই সত্যের অনুসন্ধান এবং মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্ভাবনা তাঁর দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য (Salomon, 1995)।

এই মানবতাবাদ তাঁর 'এমন মানব জনম আর কি হবে' গানে বিশেষভাবে প্রকাশিত—

"এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা কর, ত্বরায় কর এই ভবে।।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই।"

এখানে মানবজন্মকে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচনা করেছেন। ফলে মানবজীবন তাঁর কাছে শুধু পার্থিব অস্তিত্ব নয়; আত্মসাধনা ও মানবিক উপলব্ধির একটি অনন্য সুযোগ।

অন্য একটি গানে তিনি বলেন—

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।"

এই পঙ্‌ক্তি লালনের মানুষকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী প্রকাশগুলির একটি।

৪.৩.২ জাতিভেদ-বিরোধিতা

লালনের জাতিভেদ-বিরোধিতা তাঁর দর্শনের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জাতিকে জন্মগত ও অপরিবর্তনীয় পরিচয় হিসেবে গ্রহণ না করে তিনি প্রশ্ন করেছেন মানুষের শরীরে জাতির দৃশ্যমান চিহ্ন কোথায়।

তাঁর গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—

"যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামনী চিনি কিসে রে।"

এখানে লালন ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়ের বাহ্যিক চিহ্নকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর প্রশ্নের মূল তাৎপর্য হলো—মানুষের জন্মগত পরিচয় কি সত্যিই তার মানবিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারে?

তাঁর জাতিভেদ-বিরোধিতা আধুনিক সামাজিক সমতার সঙ্গে সরাসরি অভিন্ন না হলেও এর মধ্যে মানবমর্যাদা ও

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

সামাজিক অন্তর্ভুক্তির শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে (Openshaw, 2002)।

৪.৩.৩ অসাম্প্রদায়িকতা

লালনের অসাম্প্রদায়িকতা ছিল ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানবিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। তাঁর 'সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন' গানটি এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তিনি বলেন—

"একই ঘাটে আসা যাওয়া,
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া,
কেউ খায় না কারও ছোঁয়া—
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।"

একই ঘাটে সকলের আসা-যাওয়া হলেও সামাজিক স্পর্শবিধি ও ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে মানুষ পরস্পরকে পৃথক করে—এই বৈপরীত্যকে লালন অত্যন্ত সহজ অথচ তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

ফলাফল – লালনের মানবতাবাদ, জাতিভেদ-বিরোধিতা ও অসাম্প্রদায়িকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার পরিবর্তে তিনি মানবিক ঐক্য, মর্যাদা ও সহাবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কারণে তাঁর দর্শনকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমতাভিত্তিক ও অসাম্প্রদায়িক নৈতিক দর্শন হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়।

৪.৪ O_4: বাউল লোকসংস্কৃতিকে একটি বিকল্প জ্ঞান ও শিক্ষাচর্চা হিসেবে মূল্যায়ন

বাউল লোকসংস্কৃতি কেবল একটি সংগীতধারা নয়; এটি একটি লোকায়ত জ্ঞানব্যবস্থা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাচর্চা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও মুদ্রিত জ্ঞানব্যবস্থার বাইরে বাউল আখড়া ছিল জ্ঞান, সাধনা, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি সাংস্কৃতিক পরিসর। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, মৌখিক গান, দেহতত্ত্ব, আত্মঅনুসন্ধান ও জীবন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ছিল এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য (Openshaw, 2002)।

এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানচর্চার চমৎকার উদাহরণ লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গান। তিনি বলেন—

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি
দিতাম তাহার পায়।"

এখানে 'খাঁচা'কে মানবদেহ এবং 'অচিন পাখি'কে অন্তর্নিহিত আত্মসত্তা বা অজ্ঞাত জীবনতত্ত্বের প্রতীক হিসেবে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের পথ বাইরের শাস্ত্রজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়; নিজের দেহ, মন ও অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানও জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ।

লালনের আর একটি গান—

"মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে,
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে?"

এই বক্তব্যে মানুষের অভিজ্ঞতা ও আত্মজ্ঞানকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে।

এই জ্ঞানব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল— (অ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান; (আ) মৌখিক জ্ঞান-প্রবাহ; (ই) গুরু-শিষ্য শিক্ষণ; (ঈ) আত্মঅনুসন্ধান; (উ) সামাজিক প্রশ্নের উত্থাপন; (ঊ) মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ।

লালনের 'সময় গেলে রে, ও মন সাধন হবে না' গানটিও শিক্ষার সময়োপযোগিতা ও আত্মউন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন—

"সময় গেলে রে, ও মন সাধন হবে না।
দিন থাকতে দিনের সাধন কেনে করলে না।।
অসময়ে কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে—
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল ধরে না।"

এই পদকে রূপক অর্থে পড়লে বোঝা যায়, মানুষের বিকাশে সময়, প্রস্তুতি, অনুশীলন ও যথাযথ শিক্ষণ-

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুতরাং বাউল সংস্কৃতিকে আধুনিক অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প বলা যাবে না; বরং এটি ছিল একটি alternative vernacular knowledge tradition, যা মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল (Salomon, 1995)।

ফলাফল — বাউল লোকসংস্কৃতি গান ও বিনোদনের সীমা অতিক্রম করে জ্ঞান, আত্মজিজ্ঞাসা, মূল্যশিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। লালনের গান বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা, প্রশ্ন, আত্মঅনুসন্ধান ও মৌখিক জ্ঞানপ্রবাহকে শিক্ষার উপাদানে রূপান্তরিত করেছে।

৪.৫ O_5: সমকালীন সমাজ ও শিক্ষায় লালন-দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়

লালনের দর্শন সমকালীন সমাজ ও শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

৪.৫.১ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে লালনের মানবতাবাদ গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ভিত্তি প্রদান করতে পারে। মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি—এই বক্তব্য মানুষকে সামাজিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে মূল্যায়নের শিক্ষা দেয়।

৪.৫.২ ধর্মীয় সম্প্রীতি

বর্তমান সময়ে ধর্মীয় মেরুকরণ ও অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষিতে লালনের মানুষ-কেন্দ্রিক দর্শন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতির মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক হতে পারে।

এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ—

"যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি—
লালন বলে বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ।"

অর্থাৎ ভিন্ন নাম ও আচার থাকা সত্ত্বেও মানবিক ও আধ্যাত্মিক সত্যকে বিভক্ত করা যায় না—এই অন্তর্নিহিত বার্তা ধর্মীয় সম্প্রীতির মূল্যবোধকে শক্তিশালী করতে পারে।

৪.৫.৩ মূল্যশিক্ষা

মানবমর্যাদা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, প্রেম, সমতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের মতো মূল্যবোধ বিকাশে লালনের গান ও দর্শন শিক্ষাসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর—

'এমন মানব জনম আর কি হবে'

পদটি মানবজীবনের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪.৫.৪ সমালোচনামূলক চিন্তা

লালনের প্রশ্নমুখী দর্শন শিক্ষার্থীদের প্রচলিত সামাজিক পূর্বধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও বৈষম্যমূলক চিন্তা সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে উৎসাহিত করতে পারে। জাতের কী রূপ / দেখলাম না এই নজরে—এই প্রশ্নটি সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে সরল গ্রহণের পরিবর্তে অনুসন্ধান ও যুক্তিনির্ভর চিন্তার দিকে আহ্বান জানায়।

অতএব, লালনের গানকে কেবল নৈতিক শিক্ষার পাঠ্য হিসেবে নয়, critical inquiry-এর সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব।

৪.৫.৫ লোকজ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা

লালনের দর্শন ভারতীয় ও বাংলার স্থানীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি কার্যকর উদাহরণ। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি-র মতো গান দেহ, মন, আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির সংযোগ ঘটাতে পারে।

এইভাবে লোকগান, মৌখিক ঐতিহ্য ও জীবন-অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামাজিক সংবেদনশীলতা সমৃদ্ধ হতে পারে।

ফলাফল— সমকালীন শিক্ষায় লালন-দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হতে পারে মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুসাংস্কৃতিক ও মূল্যভিত্তিক শিক্ষার বিকাশ। বিশেষত তাঁর মানুষ-ভজনা, জাতিভেদ-বিরোধিতা, ধর্মীয় পরিচয়ের সমালোচনা, আত্মঅনুসন্ধান ও প্রশ্নমুখী চিন্তা সমকালীন মূল্যশিক্ষা, সামাজিক-আবেগিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষার সঙ্গে অর্থবহভাবে যুক্ত করা যায়।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

তবে লালনের দর্শনকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক ও বাউল-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট যথাযথভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁকে সরাসরি আধুনিক গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমকালীন শিক্ষাতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত না করে তাঁর গানের ঐতিহাসিক অর্থ, আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিত এবং মানবিক অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করা অধিকতর গবেষণাসম্মত।

সংক্ষিপ্ত সমন্বিত তাৎপর্য

উপরের গান ও পাঠ-উদাহরণগুলি থেকে দেখা যায় যে লালনের দর্শনের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক বাস্তবতার সম্পর্ক পাঁচটি প্রধান স্তরে ব্যাখ্যা করা যায়—

সামাজিক বৈষম্য → সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে

ধর্মীয় বিভাজন → সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন

মানবতাবাদ → মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান → খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

মানবজীবন ও মূল্যশিক্ষা → এমন মানব জনম আর কি হবে

এই পাঠগুলির সমন্বিত বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে লালনের গান শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার পদ নয়; এগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় বহুত্ব, জাতিভেদ, মানবমর্যাদা, আত্মসন্ধান ও লোকায়ত জ্ঞানচর্চার সাংস্কৃতিক দলিল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। (E Bangla Library)

গবেষণামূলক সতর্কতা: লালনের পদগুলি দীর্ঘকাল মৌখিকভাবে প্রচারিত হওয়ায় পাঠভেদ দেখা যায়। তাই গবেষণাপত্রে কোনো গান উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রামাণ্য সংকলন, সম্পাদক, প্রকাশ-সন ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা উত্তম। উদাহরণস্বরূপ, *এমন মানব জনম আর কি হবে* পদটির একটি মুদ্রিত পাঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *লালন ফকিরের গান* প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত বলে উৎসে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.৬ সমন্বিত উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলাফল

পাঁচটি উদ্দেশ্যের সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে লালন ফকিরের দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাঁর চিন্তা একদিকে জাতিভেদ, ধর্মীয় বিভাজন ও সামাজিক বৈষম্যের সমালোচনা করেছে; অন্যদিকে মানুষ, প্রেম, আত্মসন্ধান ও মানবিক সমতার ওপর ভিত্তি করে একটি বিকল্প জীবনদর্শন নির্মাণ করেছে।

সামগ্রিকভাবে লালনের দর্শনের কাঠামোকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়—

ঔপনিবেশিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন
↓
জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্য
↓
ধর্মীয় বিভাজন ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব
↓
বাউল লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক জ্ঞানপরম্পরা
↓
লালনের দর্শন
মানবতাবাদ + জাতিভেদ-বিরোধিতা + অসাম্প্রদায়িকতা + দেহতত্ত্ব + প্রেম + আত্মসন্ধান
↓
সমতা, মানবমর্যাদা, সম্প্রীতি ও অন্তর্ভুক্তির দর্শন
↓
সমকালীন সমাজ ও শিক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা

অতএব, গবেষণার পাঁচটি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে লালন ফকিরের দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার একটি লোকায়ত প্রতিক্রিয়া এবং একই সঙ্গে মানবমর্যাদা, সামাজিক সমতা, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

৫. উদ্দেশ্যভিত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

৫.১ O_1: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্য, সামাজিক স্তরবিন্যাস, ধর্মীয় বহুত্ব, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক জটিল সময়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ও ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর বাংলার প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় ব্রিটিশ প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারি ব্যবস্থাকে নতুন ভিত্তি প্রদান করে এবং কৃষক-জমিদার সম্পর্কের মধ্যে নতুন অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সৃষ্টি করে (Eaton, 1993; Sartori, 2020)।

সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ ও পেশাভিত্তিক বিভাজন মানুষের মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকায়ত সম্প্রদায়ের সহাবস্থান বাংলার সমাজকে বহুমাত্রিক করে তুলেছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও আচারনির্ভর ধর্মচর্চা, অন্যদিকে বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফি, বাউল ও অন্যান্য লোকধর্মীয় ধারার বিকাশ লক্ষ করা যায় (Eaton, 1993; Openshaw, 2002)।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা, মুদ্রণসংস্কৃতি, সংবাদপত্র এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তার কলকাতাকেন্দ্রিক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটায়। রাজা রামমোহন রায় ও অন্যান্য সমাজসংস্কারকের উদ্যোগে ধর্মীয় ও সামাজিক পুনর্বিবেচনার পরিবেশ তৈরি হয়। Kopf (1969) এই সময়ের বৌদ্ধিক পরিবর্তনকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তার আন্তঃসম্পর্কের ফল হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে একই সময়ে গ্রামীণ বাংলায় লোকসঙ্গীত, কীর্তন, কবিগান ও বাউলগান একটি শক্তিশালী বিকল্প সাংস্কৃতিক পরিসর বজায় রেখেছিল।

সিদ্ধান্ত – অতএব, O_1-এর আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরিবেশ ছিল সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় বহুত্ব, সাংস্কৃতিক রূপান্তর এবং ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমন্বিত ফল। এই বহুমাত্রিক পরিবেশ লালনের মতো লোকায়ত চিন্তকের দর্শন বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরি করেছিল।

৫.২ O_2: উক্ত পরিবেশের সঙ্গে লালনের দর্শন ও চিন্তার সম্পর্ক নির্ণয় করা

লালনের দর্শনকে তাঁর সময়ের ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক জাতিভেদ, ধর্মীয় বিভাজন এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁর মানবকেন্দ্রিক দর্শন বিকশিত হয়েছিল। তাঁর গানে প্রচলিত সামাজিক পরিচয় ও ধর্মীয় বিভাজন সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

লালনের বিখ্যাত প্রশ্ন—সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে—জাতিভিত্তিক সামাজিক পরিচয়ের মৌলিকতাকেই প্রশ্ন করে। এখানে তিনি জন্মগত পরিচয়ের পরিবর্তে মানবিক সত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যকে সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার একটি লোকায়ত প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় (Salomon, 1991)।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তায় বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফি ও অন্যান্য লোকায়ত সাধনাধারার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। Openshaw (2002) বাউল ঐতিহ্যকে এমন একটি জীবন্ত সাধনাপরম্পরা হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে দেহ, প্রেম, গুরু এবং ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে লালনের দর্শন একদিকে তৎকালীন ধর্মীয় বিভাজনকে অতিক্রম করেছে, অন্যদিকে বাংলার দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক সংশ্লেষকে ধারণ করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লালন কোনো সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রদান করেননি। তবে সামাজিক উচ্চ-নীচ, সম্পদ ও মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষের মূল্য নির্ধারণের বিরোধিতা তাঁর মানবিক দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই অর্থে তাঁর দর্শন ছিল সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া।

সিদ্ধান্ত — O_2-এর আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে লালনের দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাঁর চিন্তা সেই পরিবেশের সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিফলন নয়; বরং জাতিভেদ, ধর্মীয় বিভাজন ও সামাজিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে একটি লোকায়ত মানবতাবাদী ও আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া।

৫.৩ O_3: লালনের মানবতাবাদ, জাতিভেদ-বিরোধিতা ও অসাম্প্রদায়িকতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা

লালনের দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো মানুষ। তাঁর কাছে মানুষের পরিচয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থানের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় না। এই মানবকেন্দ্রিকতা তাঁর দর্শনকে একটি স্বতন্ত্র মানবতাবাদী চরিত্র প্রদান করেছে।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। জাতিগত পরিচয় মানুষের জন্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও লালনের প্রশ্ন ছিল—এই পরিচয়ের দৃশ্যমান বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি কোথায়? তাঁর গান সামাজিকভাবে নির্মিত জাতিভেদের স্বাভাবিকতা ও বৈধতাকে প্রশ্ন করে (Salomon, 1991)।

তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্যও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ের দ্বৈততার পরিবর্তে মানুষকে মূল পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর দর্শনে ধর্মের সত্য বাহ্যিক আচারে নয়, বরং আত্মসন্ধান, প্রেম ও মানবিকতায় নিহিত। বাউল ঐতিহ্যের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধকদের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্বের সংমিশ্রণ তাঁর চিন্তার এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে (Openshaw, 2002)।

লালনের মানবতাবাদকে আধুনিক পাশ্চাত্য মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন করা ঠিক নয়। তাঁর মানবতাবাদ ছিল আধ্যাত্মিক ও দেহকেন্দ্রিক। মানুষ তাঁর কাছে কেবল সামাজিক সত্তা নয়; সে আত্মসন্ধানী ও আধ্যাত্মিক সত্তাও।

সিদ্ধান্ত — O_3-এর ভিত্তিতে বলা যায় যে লালনের মানবতাবাদ, জাতিভেদ-বিরোধিতা ও অসাম্প্রদায়িকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি সমন্বিত দর্শন। তিনি মানুষের মর্যাদাকে জন্মগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন এবং ধর্মীয় বিভাজনের পরিবর্তে মানবিক ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে তাঁর দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫.৪ O_4: বাউল লোকসংস্কৃতিকে একটি বিকল্প জ্ঞান ও শিক্ষাচর্চা হিসেবে মূল্যায়ন করা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল বিদ্যালয়, কলেজ, মুদ্রিত বই ও সংবাদপত্র। কিন্তু এর পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজে মৌখিক সংস্কৃতি ও লোকায়ত জ্ঞানচর্চার একটি স্বতন্ত্র পরিসর ছিল। বাউলগান সেই পরিসরের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

লালনের গান শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য রচিত লোকগান নয়; এতে দর্শন, নৈতিকতা, আত্মপরিচয়, ধর্মীয় সমালোচনা, সামাজিক সমতা ও আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা নিহিত রয়েছে। গান ও আখড়ার মাধ্যমে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে (Openshaw, 2002; Salomon, 1995)।

এই জ্ঞানব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা। লিখিত শাস্ত্রের পরিবর্তে জীবন, দেহ, সাধনা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই কারণে বাউল সংস্কৃতিকে একটি alternative epistemology বা বিকল্প জ্ঞানতত্ত্বের ধারক হিসেবে দেখা যায়।

লালনের গান শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে, আত্মসন্ধান করতে এবং প্রচলিত সামাজিক ধারণাকে সমালোচনামূলকভাবে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গানকে লোকশিক্ষার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সিদ্ধান্ত – O_4-এর আলোচনায় সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাউল লোকসংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প জ্ঞান ও শিক্ষাচর্চার পরিসর। এটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে নয়, বরং তার পরিপূরক হিসেবে জীবন-অভিজ্ঞতা, মৌখিক ঐতিহ্য, আত্মজিজ্ঞাসা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করে। লালনের গান এই লোকায়ত শিক্ষাচেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

৫.৫ O_5: সমকালীন সমাজ ও শিক্ষায় লালন-দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করা

বর্তমান সমাজে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, পরিচয়ভিত্তিক বিভাজন, জাতপাত, সামাজিক বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে লালনের মানবকেন্দ্রিক দর্শন নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

প্রথমত, তাঁর মানবতাবাদ শিক্ষার্থীদের মানবমর্যাদা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার শিক্ষা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাঁর জাতিভেদ-বিরোধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন শিক্ষার মূল্যবোধকে শক্তিশালী করতে পারে। তৃতীয়ত, তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা শান্তি, সম্প্রীতি ও বহুসাংস্কৃতিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। চতুর্থত, লালনের প্রশ্নমুখী চিন্তা শিক্ষার্থীদের critical thinking বিকাশে সহায়ক হতে পারে। তিনি অন্ধভাবে কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় পরিচয় গ্রহণ না করে তার অর্থ ও ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। পঞ্চমত, তাঁর লোকায়ত জ্ঞানচর্চা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় স্থানীয় ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, মৌখিক ঐতিহ্য এবং Indigenous/vernacular knowledge অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

সিদ্ধান্ত – O_5-এর ভিত্তিতে বলা যায় যে লালন-দর্শন সমকালীন শিক্ষা ও সমাজে মানবিকতা, সমতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সহিষ্ণুতা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে তাঁর দর্শনকে সরাসরি আধুনিক রাজনৈতিক বা শিক্ষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব হিসেবে প্রয়োগ না করে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে মূল্যশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

৫.৬ উদ্দেশ্যভিত্তিক সমন্বিত সিদ্ধান্ত

পাঁচটি উদ্দেশ্যের আলোচনার ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে লালন ফকিরের দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার

সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত একটি লোকায়ত মানবতাবাদী চিন্তাধারা। তাঁর জাতিভেদ-বিরোধিতা তৎকালীন সামাজিক স্তরবিন্যাসকে প্রশ্ন করেছে; তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় বিভাজনের পরিবর্তে মানবিক ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়েছে; তাঁর দেহতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত করেছে; এবং তাঁর গান বাউল লোকসংস্কৃতিকে একটি কার্যকর বিকল্প জ্ঞান ও লোকশিক্ষার পরিসরে উন্নীত করেছে (Openshaw, 2002; Salomon, 1991, 1995)।

অতএব, লালনকে শুধু একজন মরমি বাউল কবি হিসেবে নয়, বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বিকল্প বৌদ্ধিক জাগরণ, মানবমর্যাদা ও সামাজিক সমতার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসেবে মূল্যায়ন করা অধিকতর যথার্থ। তাঁর দর্শনের সমকালীন তাৎপর্য বিশেষত অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, মূল্যশিক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক সমতা এবং মানবিক সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

References

- Eaton, R. M. (1993). *The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204–1760*. University of California Press.
- Kopf, D. (1969). *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The dynamics of Indian modernisation, 1773–1835*. University of California Press.
- Openshaw, J. (2002). *Seeking Bāuls of Bengal*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511490637
- Salomon, C. (1991). The cosmogonic riddles of Lalan Fakir. In A. Appadurai, F. J. Korom, & M. A. Mills (Eds.), *Gender, genre, and power in South Asian expressive traditions* (pp. 267–304). University of Pennsylvania Press.
- Salomon, C. (1995). Bāul songs. In D. S. Lopez Jr. (Ed.), *Religions of India in practice* (pp. 187–208). Princeton University Press.
- Sartori, A. (2020). Empire, sociality, and political economy in colonial Bengal. *International Journal of Asian Studies, 17*(2), 131–147. https://doi.org/10.1017/S147959142000001X
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts.* Yale University Press.
- Urban, H. B. (2001). The marketplace and the temple: Economic metaphors and religious meanings in the folk songs of colonial Bengal. *The Journal of Asian Studies, 60*(4), 1085–1114.

———